যুগান্তর

২৪/৫/২০০৪

তারিখ .... পৃষ্ঠা ...

পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

মাহমুদ-আল-ফয়সাল

পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। একই সঙ্গে কমিটি পাঠ্যপুস্তকের কাগজের মান উন্নত করা এবং ভবিষ্যতে মুদ্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছে।

বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এ কার্যক্রম সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকবে না বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে তা নিয়ে কমিটির সদস্যরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। তবে একক প্রতিষ্ঠানকে কাজ না দিয়ে গ্রুপ করে তা ভাগ করে দেয়ার ব্যাপারে তারা অভিন্ন মত ব্যক্ত করেন।

কমিটির সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্যরা মাঠ পর্যায়ে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা জোরদার করতে উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করেন। কমিটির বিরোধীদলীয় সদস্য আলমগীর কবির 'সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার অব্যবস্থা' তুলে ধরে সংস্কারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখলে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা তাকে সমর্থন জানান। কমিটির সদস্যরা প্রয়োজনে অগ্রিম পুস্তক ছাপানো ও বিতরণের পক্ষে মতামত দেন।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণে চলতি বছর সংঘটিত কেলেংকারির ঘটনা নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা একযোগে সরব ছিলেন। তারা বলেন, অনভিজ্ঞ বেক্সিমকোর পুস্তকাকে দিয়ে বই মুদ্রণ ও বিতরণের কাজ করানো ঠিক হয়নি। তাদের কারণে দেশ ও কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আলমগীর কবির বলেন, বেক্সিমকো সব ব্যবসা করতে চায়। তারা সরকারের কাছে না হলেও দেশের জনগণের কাছে কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে।

কমিটির সদস্য হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থা সরকারি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে একই দলের সিরাজুল ইসলাম ও বিএনপির আলমগীর কবির এর বিরোধিতা করেন। তারা এ কার্যক্রম বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় করার পক্ষে মতামত দেন। তারা বলেন, যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ সেখানেই দুর্নীতি।

বৈঠকে শিক্ষা সচিব সা'দত হুসেইন ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক বোর্ডের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী পুস্তকা বাজারজাত করতে না পারার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তারা আরও জানান, প্রাথমিক স্তরের পুস্তক যথাসময়ে মুদ্রণ ও সরবরাহে ব্যর্থতার জন্য মেসার্স ফ্রি প্রেস ও মেসার্স শুকতারা প্রেসের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

বৈঠকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে বিধি-বিধান লঙ্ঘন ও দলীয়করণ, ফ্যাসিলিটিজ অধিদফতরের সাবেক চিফ ইঞ্জিনিয়ার মান্নানের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়েও আলোচনা হয়। কমিটির বিরোধীদলীয় একজন সদস্য বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দুর্নীতি বিশাল প্রতিষ্ঠানটিকে তছনছ করে দিয়েছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলতন্ত্র ও লুটপাট একে পঙ্গু করে ফেলছে। তিনি ফ্যাসিলিটিজের সাবেক চিফ ইঞ্জিনিয়ার মান্নানকে ওএসডি করার সমালোচনা করে অবিলম্বে তাকে বরখাস্ত করে গ্রেফতারের দাবি জানান। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী, বেগম রওশন এরশাদ ও মসিউর রহমান অংশগ্রহণ করেন।